বিনা ব্যয়ে বাধ্যতামূলক শিশু-শিক্ষার অধিকার আইন, ২০০৯

শিক্ষক–শিক্ষিকাদের জন্য একটি সহায়ক পুস্তিকা

সর্বশিক্ষা মিশন, কলকাতা

সর্বশিক্ষা অভিযান
সবার শিক্ষা, সবার উন্নতি

Save the Children

বিনা ব্যয়ে বাধ্যতামূলক শিশু-শিক্ষার অধিকার আইন, ২০০৯
শিক্ষক-শিক্ষিকাদের জন্য একটি সহায়ক পুস্তিকা

প্রকাশক : সর্বশিক্ষা মিশন, কলকাতা

সহ-প্রকাশক : কলকাতা কনসাল্ট্যান্টস (ইউনিট অফ 'কম্যুনিটি অ্যাকশন সোসাইটি')

আর্থিক সহায়তা : সেভ দি চিলড্রেন

প্রকাশের তারিখ : ফেব্রুয়ারী, ২০১১

মুখবন্ধ

ভারতবর্ষের ৬ থেকে ১৪ বছর বয়সি সমস্ত শিশুর জন্য প্রারম্ভিক শিক্ষা সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে ২০০১-০২ সাল থেকে দেশের সমস্ত জেলায় 'সর্বশিক্ষা অভিযান' শুরু হয়। এই প্রকল্পে সারা দেশে প্রায় ১০ লক্ষ বসতির (শহর এবং গ্রাম মিলিয়ে) প্রায় ২০ কোটি শিশুর প্রারম্ভিক শিক্ষা নিশ্চিত করার কথা। ভৌগোলিক প্রসার এবং আর্থিক বরাদ্দ দুই দিক থেকেই এই প্রকল্প ভারত তথা পৃথিবীর মধ্যে প্রথম সারিতে রয়েছে।

সর্বশিক্ষা অভিযানের উদ্দেশ্য ছিল ২০১০ সালের মধ্যে দেশের ৬-১৪ বছর বয়সি সমস্ত শিশুকে বিদ্যালয়ে ভর্তি করা এবং তাদের জন্য কমপক্ষে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত উন্নত গুণমানের শিক্ষা নিশ্চিত করা।

সর্বশিক্ষা অভিযানের শুরুতে লক্ষ্য ছিল ২০০৩ সালের মধ্যে দেশের ৬-১৪ বছর বয়সি সমস্ত শিশু বিদ্যালয়ে ভর্তি হবে, ২০০৭ সালের মধ্যে তারা প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করবে এবং ২০১০ সালের মধ্যে তারা অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা সমাপ্ত করবে। শুরুতে সর্বশিক্ষা অভিযানের লক্ষ্য পূরণের যে বিভিন্ন সময়সীমা স্থির করা হয়েছিল পরবর্তীকালে সেই সময়সীমা পরিবর্তন করা হয়। ঐ পরিবর্তিত সময়সীমাকে ধরে সর্বশিক্ষা অভিযানের মূল লক্ষ্যগুলি হল : ২০০৫ সালের মধ্যে সমস্ত শিশু বিদ্যালয়ে অথবা শিক্ষা নিশ্চিতকরণ কেন্দ্রে (Education Guarantee Centre) অথবা বিকল্প বিদ্যালয়ে (Alternative School) অথবা ''বিদ্যালয়ে ফেরা'' শিবিরে (Back to School Camp) ভর্তি হবে এবং ২০১২ সালের মধ্যে সমস্ত শিশুর উচ্চ-প্রাথমিক স্তর পর্যন্ত বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করা নিশ্চিত হবে।

এই লক্ষ্য পূরণ করতে যে সমস্ত কৌশলগুলি নেওয়া হয়েছিল সেগুলি ছিল দেশের প্রতিটি জনবসতির এক কিলোমিটার দূরত্বের মধ্যে একটি করে প্রাথমিক বিদ্যালয় নিশ্চিত করা, শিশুদের বিদ্যালয়ে অংশগ্রহণ করানোর কাজে স্থানীয় মানুষদের চালিত করা, শিক্ষকদের প্রশিক্ষণে সহায়তা করা, শিক্ষণ-সামগ্রী তৈরি করা এবং ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষার পরিমাপ করা।

কিন্তু সর্বশিক্ষা অভিযান গত দশ বছর ধরে চলার পরেও দেশের সমস্ত শিশুকে বিদ্যালয়ের আঙিনায় আনার ক্ষেত্রে খামতি লক্ষ্য করা গেছে। বিদ্যালয়-ছুট শিশুর সংখ্যা কমলেও ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত সমস্ত শিশুর পড়াশোনা নিশ্চিত করা যায়নি। প্রয়োজনীয় সংখ্যক বিদ্যালয়ের অভাব, ছাত্রের তুলনায়

শিক্ষক-শিক্ষিকার অনুপাত, বিদ্যালয় পরিকাঠামোর অভাব ছাড়াও প্রারম্ভিক শিক্ষা প্রতিটি শিশুর জন্য সম্পূর্ণভাবে বিনা ব্যয়ে সুনিশ্চিত করতে না পারার ফলে এখনো বহু শিশু বিদ্যালয়ের বাইরে থেকে গেছে। তাই শিক্ষার মৌলিক অধিকারকে সমস্ত শিশুর জন্য বাস্তবায়িত করতে ২০০৯ সালে 'বিনা ব্যয়ে বাধ্যতামূলক শিশু-শিক্ষার অধিকার আইন' (The Right of Children to Free And Compulsory Education Act) পাশ হয় এবং ২০১০ সালের ১লা এপ্রিল থেকে এই আইন সারা দেশে বলবৎ করা হয়।

এই আইন একটি ঐতিহাসিক পদক্ষেপ এবং সমস্ত শিশুকে শিক্ষার আলোয় আনতে এই আইন যুগান্তকারি ভূমিকা পালন করবে এই আমাদের আশা। এই আইন সমস্ত নাগরিকদের এবং বিশেষ করে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ ব্যতীত সফলভাবে প্রয়োগ করা সম্ভব নয়। তাই আমাদের আশা ভারত তথা পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত শিক্ষক-শিক্ষিকা এই আইনের সঠিক প্রয়োগের জন্য প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করবেন। তাদের আর একবার সম্যকভাবে আইনটির নানা দিক অবহিত করার জন্য এই সহায়ক বইটির অবতারণা করা হয়েছে।

এই বইটি তৈরির ক্ষেত্রে Save the Children এবং Kolkata Konsultants (a Unit of 'Community Action Society') আমাদের সাহায্য করেছেন, তাঁদের ধন্যবাদ ও সবিশেষ কৃতজ্ঞতা জানানো হচ্ছে।

ধন্যবাদান্তে

সভাপতি
সর্বশিক্ষা মিশন, কলকাতা

জেলা প্রকল্প আধিকারিক
সর্বশিক্ষা মিশন, কলকাতা

জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (প্রাঃ শিঃ)
কলকাতা

জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (মাঃ শিঃ)
কলকাতা

প্রেক্ষাপট

১৯৫০ সালেই ভারতীয় সংবিধানে ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত সমস্ত শিশুর জন্য বিনা ব্যয়ে বাধ্যতামূলক শিক্ষা পরবর্তী ১০ বছরের মধ্যে নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছিল। ১৯৬৬ সালে তৈরি কোঠারি কমিশন প্রতিবেশী বিদ্যালয় ভিত্তিক সাধারণ বিদ্যালয় ব্যবস্থার (Common School System Based on Neighbourhood School) সুপারিশ করেন। ১৯৮৬ সালের নতুন শিক্ষা নীতি (New Education Policy-NEP) এবং ১৯৯২ সালের শিক্ষা কর্মসূচি বলে 'বছরের পর বছর ধরে শিক্ষায় অংশগ্রহণ, শিক্ষার গুণগত মান, পরিকাঠামোর মান, শিক্ষার ব্যবহারিক গুণ এবং শিক্ষায় আর্থিক বরাদ্দ খারাপ হতে হতে এমন জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে যে এই সমস্ত বিষয়ের হাল ফেরানো অত্যন্ত জরুরি'। এই শিক্ষা-কর্মসূচি শিক্ষাকে অন্যতম জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসাবে দেখার কথা বলে এবং শিক্ষার হাল ফেরানোর জন্য শিক্ষা ক্ষেত্রে মোট জাতীয় উৎপন্নের (Gross Domestic Product-GDP) ৬ শতাংশ বরাদ্দ করতে বলে।

ইতিমধ্যে ১৯৮৯ সালে রাষ্ট্রসংঘের শিশু অধিকার বিষয়ক সভায় আন্তর্জাতিক ভাবে ১৮ বছরের কম বয়সি যেকোনো ব্যক্তিকে শিশু হিসাবে ঘোষণা করা হয় এবং শিশুদের অধিকারগুলি নির্দিষ্ট করে একটি সনদ তৈরী হয়। ভারত সরকার রাষ্ট্রসংঘের ঐ শিশু অধিকার সনদ ১৯৯২ সালে মেনে নিয়ে ভারতের সমস্ত শিশুদের জন্য ঐ সনদে নির্দেশিত সমস্ত অধিকার নিশ্চিত করার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হন। রাষ্ট্রসংঘের শিশু অধিকার সনদে নির্দেশিত অধিকারগুলির মধ্যে প্রাথমিক এবং প্রারম্ভিক শিক্ষার অধিকার একটি অন্যতম অধিকার। এছাড়াও ঐ সনদে নির্দেশিত শিশুদের অধিকার গুলিকে চারটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। সেগুলি হল জীবনের অধিকার (Right to Survival), বিকাশের অধিকার (Right to Development), সুরক্ষার অধিকার (Right to Protection) এবং অংশগ্রহণের অধিকার (Right to Participation)। ভারত সরকার দেশের সমস্ত শিশুর জন্য এই সবকটি অধিকার নিশ্চিত করতে দায়বদ্ধ। ২০০৫ সালে ভারত সরকার রাষ্ট্রসংঘ নির্দেশিত শিশুদের অধিকার নিশ্চিত করার জন্য শিশুদের অধিকার রক্ষায় জাতীয় কমিশন (National Commission for Protection of Child Rights) তৈরী করেন। The

Commission for Protection of Child Rights Act, 2005 অনুযায়ী গঠিত এই কমিশনের কাজ রাষ্ট্রসংঘের শিশুদের অধিকার বিষয়ক সনদ (Declaration of United Nation's Child Rights Convention 1989) অনুযায়ী শিশুদের অধিকার রক্ষায় ভারতে যেসমস্ত আইন, নীতি, প্রকল্প বা ব্যবস্থা আছে সেগুলির প্রয়োগের তদারক করা, শিশুদের অধিকার উলঙ্ঘনের বিষয়ে খোঁজ নেওয়া, শিশুদের অধিকার রক্ষায় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া এবং শিশুদের অধিকারের বিষয়ে প্রচার ও প্রসার।

স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে দীর্ঘদিন যাবৎ শিক্ষার অধিকারকে সংবিধানে শিশুদের মৌলিক অধিকার হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি। কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষাকে সার্বজনীন করার লক্ষ্যে এবং নতুন শিক্ষা নীতির প্রভাবে জাতীয় স্তরে একগুচ্ছ প্রকল্পের আবির্ভাব ঘটে। অপারেশন ব্ল্যাকবোর্ড, নন-ফর্মাল এডুকেশন, শিক্ষক/শিক্ষিকা-প্রশিক্ষণ, মহিলা সমীক্ষা এবং প্রাথমিক শিক্ষায় পুষ্টি সহায়তার জাতীয় প্রকল্প (মিড-ডে মিল) ছিল এদের মধ্যে অন্যতম। যে সমস্ত জেলায় মহিলাদের শিক্ষার হার দূর্বল সেইসব জেলায় ১৯৯০ সাল থেকে 'জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচী (District Primary Education Program – DPEP') শুরু হয়। বিদ্যালয়ের বাইরে থাকা শিশুদের পুনরায় বিদ্যালয়ে ফিরিয়ে আনা, প্রাথমিক শিক্ষার পরিকল্পনা রচনায় বিকেন্দ্রীকরণ, বিদ্যালয়ের কাজে অভিভাবক এবং স্থানীয় মানুষের অংশগ্রহণ, এইসব নতুন এবং উদ্ভাবনী পদক্ষেপ DPEP-ই সর্বপ্রথম নেওয়া শুরু করে।

কিন্তু এতদসত্ত্বেও সারা দেশেই বহু শিশু বিদ্যালয়ের বাইরে থেকে যাচ্ছিল এবং বিদ্যালয়-ছুট শিশুর সংখ্যাও ছিল বিপুল। ১৪ বছরের কম বয়সি সমস্ত শিশুর জন্য প্রারম্ভিক শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্য থেকে দেশ অনেক দূরে ছিল। কিন্তু বিনা ব্যয়ে বাধ্যতামূলক শিক্ষাকে শিশুদের মৌলিক অধিকার করার দাবীকে অবহেলা করা ক্রমশই কঠিন হয়ে উঠছিল। বিশেষ করে ১৯৯৩ সালে ভারতের সুপ্রিম কোর্ট উন্নিকৃষ্ণনন বনাম অন্ধ্রপ্রদেশ সরকার মামলায় বিনা ব্যয়ে শিক্ষাকে ১৪ বছরের কম বয়সি সমস্ত শিশুর মৌলিক অধিকার হিসাবে ঘোষণা করার পর শিক্ষার মৌলিক অধিকারের সাংবিধানিক স্বীকৃতি ছিল সময়ের অপেক্ষা। তাই DPEP-এর উদ্ভাবনী কৌশলগুলির উপর ভিত্তি করে ভারতবর্ষের ৬ থেকে ১৪ বছর বয়সি সমস্ত শিশুর জন্য প্রারম্ভিক শিক্ষা নিশ্চিত

করার লক্ষ্যে ২০০১ সাল থেকে দেশের সমস্ত জেলায় 'সর্বশিক্ষা অভিযান' শুরু হয়। আর ২০০২ সালে ভারত সরকার সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে বিনা ব্যয়ে বাধ্যতামূলক শিক্ষাকে ৬ বছর থেকে ১৪ বছর বয়সি সমস্ত শিশুর মৌলিক অধিকার হিসাবে ঘোষণা করেন।

এই আইন একটি ঐতিহাসিক পদক্ষেপ এবং সমস্ত শিশুকে শিক্ষার আলোয় আনতে এই আইন যুগান্তকারী ভূমিকা পালন করবে এই আমাদের আশা। সমস্ত (০-১৮ বছর পর্যন্ত) শিশুদের জন্য সমান এবং উন্নত গুণমান সম্পন্ন শিক্ষাকে মৌলিক অধিকার করার দাবী পূরণে এই আইন একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। তাই আপামর জনসাধারণকে এই আইন জানতে হবে এবং এই আইনের সঠিক প্রয়োগের জন্য নিজের নিজের জায়গায় সচেষ্ট হতে হবে।

পার্থ রায়
ডিরেকটর
কলকাতা কনসাল্ট্যান্টস
(ই উনিট অফ কম্যুনিটি অ্যাকশন সোসাইটি)

প্র: কোন শিশুরা বিনা ব্যয়ে বাধ্যতামূলক শিক্ষার অধিকারী?

৬ বছর থেকে ১৪ বছর বয়সি ভারতের যে কোনো শিশু বিনাব্যয়ে বাধ্যতামূলক শিক্ষা পাওয়ার অধিকারি। [Sec. 3(1)]

প্র: এই আইনে 'বিদ্যালয়' বলতে কি বোঝাচ্ছে?

এই আইনে বিদ্যালয় বলতে প্রারম্ভিক শিক্ষা দেয় বা দিতে পারে এমন বিদ্যালয়কেই বোঝাচ্ছে। এইসব বিদ্যালয়কে চারটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যেমন —

- কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকার বা স্থানীয় সরকার [Sec 2 (H)] দ্বারা স্থাপিত, পরিচালিত বা নিয়ন্ত্রিত বিদ্যালয়।
- সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়, যে বিদ্যালয় তাদের নিয়মিত খরচের পুরোটা বা কিছু অংশ কেন্দ্র, রাজ্য বা স্থানীয় সরকারের থেকে সাহায্য হিসাবে পায়।
- বিশেষ শ্রেণীর বিদ্যালয়—যেমন কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়, নবোদয় বিদ্যালয়, সৈনিক বিদ্যালয়—যেসব বিদ্যালয়ের একটি নির্দিষ্ট চরিত্র আছে এবং সেই চরিত্র সরকার দ্বারা বিজ্ঞাপিত হয়েছে। [Sec. 2(N) & (P)]
- বেসরকারি বিদ্যালয় যারা সরকারের (কেন্দ্র, রাজ্য বা স্থানীয় সরকার) কাছ থেকে কোনো রকমের সাহায্য পায় না।

প্র: শিশুরা বিনা ব্যয়ে বাধ্যতামূলক শিক্ষা কোথায় এবং কিভাবে পাবে?

কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়, নবোদয় বিদ্যালয়, সৈনিক বিদ্যালয় প্রভৃতি বিশেষ ধরনের সরকারি বিদ্যালয় ছাড়া সরকার (কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকার এবং স্থানীয়

সরকার [Sec 2(H)] দ্বারা স্থাপিত এবং পরিচালিত প্রতিটি বিদ্যালয়ে যেকোনো শিশু প্রথম শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত বিনাব্যয়ে বাধ্যতামূলক শিক্ষা পাবে। [Sec. 12(1)a]

পিছিয়ে পড়া এবং দূর্বলতর শ্রেণীর শিশুরা সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়ে বিনা ব্যয়ে বাধ্যতামূলক শিক্ষার সুযোগ পাবে। ঐসব বিদ্যালয় তাদের মোট খরচের যত শতাংশ সরকারি সাহায্য পায় সেই অনুপাতে তাদের প্রতিবেশী এলাকা থেকে পিছিয়ে পড়া এবং দূর্বলতর শ্রেণীর শিশুদের ভর্তি করবে এবং তাদের বিনা ব্যয়ে প্রথম শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা দেবে। কিন্তু সরকারি সাহায্যের পরিমাণ যত কমই হোক না কেন এইসব বিদ্যালয়কে তাদের প্রতিবেশী এলাকা থেকে তাদের মোট ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যার অন্ততঃ ২৫ শতাংশ পিছিয়ে পড়া এবং দূর্বলতর শ্রেণী থেকে নিতে হবে এবং তাদের বিনা ব্যয়ে শিক্ষা দিতে হবে। [Sec. 12(1)b]

এই সব শিশুরা বেসরকারি বিদ্যালয়েও বিনা ব্যয়ে বাধ্যতামূলক শিক্ষার সুযোগ পাবে যদি ঐ বিদ্যালয় তাদের প্রতিবেশী বিদ্যালয় হয়। বেসরকারি বিদ্যালয় (যারা কোনোভাবে কোনো রকম সরকারি সাহায্য পায় না) প্রতি বছর যত শিশুকে ভর্তি করবে তার কমপক্ষে ২৫ শতাংশ পিছিয়ে পড়া এবং দূর্বলতর শ্রেণী থেকে নেবে এবং তাদের বিনা ব্যয়ে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা দেবে। [Sec. 12(1)c]

পিছিয়ে পড়া শ্রেণীর শিশু (Child belonging to the disadvantaged Group) বলতে এই আইনে সেইসব শিশুদের বোঝানো হচ্ছে যারা তফসিলি জাতি বা উপজাতি থেকে আসছে, যারা সামাজিক ভাবে বা শিক্ষাগতভাবে পিছিয়ে পড়া শ্রেণী থেকে আসছে অথবা রাজ্য সরকার যাদের বিজ্ঞপ্তি জারি করে পিছিয়ে পড়া শ্রেণী হিসাবে ঘোষণা করছেন। [Sec. 2(d)]

দূর্বলতর শ্রেণীর শিশু (Child belonging to the weaker section) বলতে সেইসব শিশুদের বোঝানো হচ্ছে যাদের পিতা-মাতা বা অভিভাবকদের বার্ষিক রোজগার রাজ্য সরকারের জারি করা বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী ঘোষিত ন্যূনতম বার্ষিক রোজগারের থেকে কম। [Sec. 2(e)]

প্র: এই আইন অনুযায়ী প্রারম্ভিক শিক্ষা (Elementary Education) বলতে কি বোঝানো হচ্ছে?

এই আইন অনুযায়ী যে কোনো বিদ্যালয়ে প্রথম শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষাকে প্রারম্ভিক শিক্ষা বলা হচ্ছে। [Sec. 2(f)]

প্র: প্রতিবেশী বিদ্যালয় (Neighbourhood School) বলতে কি বোঝাচ্ছে? বিদ্যালয়ের প্রতিবেশী এলাকার গণ্ডিই বা কতটা? প্রতিবেশী বিদ্যালয় কে, কোথায়, কিভাবে তৈরি করবে বা চালাবে?

কোনো শিশুর বাসস্থানের থেকে হাঁটাপথের দূরত্বের মধ্যে যেসব বিদ্যালয় আছে সেসবই ঐ শিশুর জন্য প্রতিবেশী বিদ্যালয় (Neighbourhood School)। তাই যেকোনো বিদ্যালয়ের পার্শ্ববর্তী এলাকা যেখান থেকে শিশুরা সহজেই হেঁটে বিদ্যালয়ে আসতে পারবে সেই এলাকাই ঐ বিদ্যালয়ের প্রতিবেশী এলাকা। এই প্রতিবেশী এলাকার গণ্ডি ঐ এলাকার ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য, বসতির ঘনত্ব প্রভৃতি অনুযায়ী বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন রকম হতে পারে। তাই প্রতিটি রাজ্য সরকার এই আইনের অধীনে যে রুল (Rule) তৈরী করবে তাতে কোন বিদ্যালয়ের প্রতিবেশী এলাকা কতটা হবে ঠিক করবে। কিন্তু সরকারকে প্রতিটি প্রতিবেশী এলাকার গণ্ডির মধ্যে অন্ততঃ একটি করে বিদ্যালয় এই আইন চালু হওয়ার তিন বছরের মধ্যে নিশ্চিত করতে হবে যেখানে ঐ এলাকার সমস্ত শিশু বিনা ব্যয়ে প্রথম শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা পেতে পারে। [Sec. 6 of the Act and Sec. 4 of Model Rule]

সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয় বা বেসরকারি বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রেও প্রতিবেশী এলাকার সংজ্ঞা একই রকম হবে।

কেন্দ্রীয় সরকারের তৈরী করা মডেল রুল অনুযায়ী কোনো বিদ্যালয়ের প্রতিবেশী এলাকা বা প্রতিবেশী বিদ্যালয় (Neighbourhood School) সম্বন্ধে নিম্নরূপ ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে।

- প্রাথমিক বিদ্যালয়ের (প্রথম শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণী) ক্ষেত্রে প্রতিবেশী এলাকা ঐ বিদ্যালয় থেকে যেকোনো দিকে এক কিলোমিটারের মধ্যে। উচ্চ-প্রাথমিক বিদ্যালয়ের (ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী) ক্ষেত্রে প্রতিবেশী এলাকা ঐ বিদ্যালয় থেকে যে কোনো দিকে তিন কিলোমিটারের মধ্যে।
- অর্থাৎ সরকার প্রতিটি বসতির এক কিলোমিটারের মধ্যে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং তিন কিলোমিটারের মধ্যে একটি উচ্চ-প্রাথমিক বিদ্যালয় আগামী তিন বছরের মধ্যে নিশ্চিত করবে যেখানে ঐ বসতি এলাকার ৬-১৪ বছর বয়সী সমস্ত শিশু প্রথম শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত বিনা ব্যয়ে শিক্ষা পাবে।
- প্রাকৃতিকভাবে বন্ধুর এলাকায়, অর্থাৎ বন্যাপ্রবণ এলাকা, পার্বত্য এলাকা, ধ্বস নামে এমন এলাকা বা যেসব এলাকায় যাতায়াতের রাস্তা নেই সেখানে রাজ্য সরকার বিদ্যালয় এমন জায়গায় স্থাপন করবে বা প্রতিবেশী এলাকার গণ্ডি এমনভাবে ঠিক করবে যাতে শিশুরা সহজেই পায়ে হেঁটে বিদ্যালয়ে পৌঁছতে পারে।
- খুব ছোটো জনবসতি বা যেখানে জনবসতির জন্য নির্দিষ্ট প্রতিবেশী এলাকার মধ্যে কোনো সরকারি বিদ্যালয় নেই সেসব ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার বা স্থানীয় সরকার [Sec. 2(H)] ঐ জনবসতির শিশুদের সবথেকে কাছাকাছি বিদ্যালয়ে যাতায়াতের জন্য নিয়মিত যানবাহনের ব্যবস্থা করবে অথবা ঐ এলাকার শিশুরা যাতে আবাসিকভাবে থেকে বিদ্যালয়ে প্রারম্ভিক শিক্ষা লাভ করতে পারে তার ব্যবস্থা করবে।
- অত্যন্ত ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায়, যেখানে একটি প্রতিবেশী বিদ্যালয়ে ঐ এলাকার সকল শিশুর স্থান পাওয়া অসম্ভব সেখানে রাজ্য বা স্থানীয় সরকার [Sec.2(H)] একাধিক প্রতিবেশী বিদ্যালয় স্থাপনের কথা বিবেচনা করবে।
- বিকলাঙ্গ শিশুরা যাতে সহজেই প্রতিবেশী বিদ্যালয়ে এসে প্রারম্ভিক শিক্ষা সম্পূর্ণ করতে পারে সেজন্য রাজ্য সরকার বা স্থানীয় সরকার [Sec.2(H)] তাদের জন্য উপযুক্ত এবং নিরাপদ যাতায়াতের ব্যবস্থা করবে।

- প্রতিটি এলাকার প্রতিবেশী বিদ্যালয়গুলিকে চিহ্নিত করে ঐ বিদ্যালয় সম্বন্ধে ঐ এলাকার জনগণকে জানানো স্থানীয় সরকারের [Sec.2(H)] দায়িত্ব।

প্র: বিনাব্যয়ে শিক্ষা বলতে কি বোঝাচ্ছে? শিশুদের শিক্ষা পাওয়ার জন্য কোন কোন খরচ লাগবে না?

বিনা ব্যয়ে শিক্ষা কথার অর্থ কোনো শিশুকে এমন কোনো অর্থ খরচ করতে হবে না যা না করলে সে তার প্রারম্ভিক শিক্ষা (প্রথম শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী) সম্পূর্ণ করতে পারবে না। এর অর্থ শিশুটিকে বিদ্যালয়কে কোনো বেতন দিতে হবে না। শিশুটি তার পাঠ্য বই, অন্যান্য পড়াশুনার সরঞ্জাম, বিদ্যালয়ের পোষাক, বিদ্যালয়ে মধ্যাহ্নভোজন প্রভৃতি বিনা ব্যয়ে পাবে। এমনকি শিশুটিকে যদি বিদ্যালয়ে যেতে কোনো যানবাহন ব্যবহার করতে হয় তবে তার ভাড়াও সে পাবে। এছাড়াও তার পড়াশুনা চালিয়ে যাওয়ার জন্য যে যে জিনিসের প্রয়োজন হবে সবই সে বিনামূল্যে পাবে।[Sec.3(2)]

প্র: শিশুদের শিক্ষার জন্য যে ব্যয় হবে সেই ব্যয় কে, কিভাবে বহন করবে?

এইভাবে ৬-১৪ বছর বয়সি শিশুদের প্রথম শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশুনা করার জন্য যে ব্যয় হবে তা কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকার যৌথভাবে বহন করবে। কিন্তু সেইসব শিশুদের ক্ষেত্রেই সরকার এই ব্যয় বহন করবে যারা কোনো না কোনো সরকার দ্বারা স্থাপিত এবং পরিচালিত বিদ্যালয়ে পড়ছে। পিছিয়ে পড়া এবং দূর্বলতর শ্রেণীর শিশুরা অবশ্য তাদের প্রতিবেশী বিদ্যালয়গুলির মধ্যে সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত বা বেসরকারি বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করলেও সরকার তাদের পড়াশুনার ব্যয় ভার বহন করবে।

কিন্তু সাধারণ শ্রেণীর শিশুরা যদি বেসরকারি বিদ্যালয়ে পড়ে বা যেকোনো

শিশু যদি কোনো বিদ্যালয়ে না এসে বাড়িতে পড়াশুনা করে তবে তাদের পড়াশুনার খরচ বহন করতে সরকার বাধ্য থাকবে না।[Sec.7(1) and Sec. 8(a)]

প্র: বাধ্যতামূলক শিক্ষা মানে কি? বিনা ব্যয়ে শিক্ষার অধিকার কার জন্য বাধ্যতামূলক?

এই আইনের প্রয়োগ সরকারের জন্য বাধ্যতামূলক। অর্থাৎ কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকার এবং স্থানীয় সরকার [Sec.2(H)] দেশের ৬ বছর থেকে ১৪ বছর বয়সি প্রতিটি শিশুর জন্য বিনা ব্যয়ে প্রারম্ভিক শিক্ষার (প্রথম শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী) ব্যবস্থা করতে বাধ্য থাকবে। সরকার বাধ্যতামূলকভাবে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি নিশ্চিত করবে : [Sec.8(a)]

১) ৬ বছর থেকে ১৪ বছর পর্যন্ত সমস্ত শিশুর জন্য বিনা মূল্যে প্রারম্ভিক শিক্ষা।

২) ৬ বছর থেকে ১৪ বছর পর্যন্ত প্রতিটি শিশুর জন্য বাধ্যতামূলকভাবে বিদ্যালয়ে ভর্তি, বিদ্যালয়ে নিয়মিত উপস্থিতি এবং প্রারম্ভিক শিক্ষা সম্পূর্ণ করা নিশ্চিত করতে হবে।

৩) এই আইন অনুযায়ী প্রতিটি প্রতিবেশী এলাকায় প্রাথমিক এবং উচ্চ-প্রাথমিক বিদ্যালয় নিশ্চিত করতে হবে।

৪) পিছিয়ে পড়া এবং দূর্বলতর শ্রেণীর শিশুরা যাতে বিনা বাধায় প্রারম্ভিক শিক্ষা সম্পূর্ণ করতে পারে এবং ঐ শিশুরা যাতে শিক্ষা ক্ষেত্রে কোনোভাবে কোনো রকম বৈষম্যের শিকার না হয় সরকার সেটা নিশ্চিত করবে।

৫) বিদ্যালয় ভবন, শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং শিক্ষা সরঞ্জাম সমেত সমস্ত রকম পরিকাঠামোর ব্যবস্থা করবে।

৬) শিশুদের বয়স অনুযায়ী শ্রেণীতে ভর্তি করার জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণের প্রয়োজনমত ব্যবস্থা করবে।

৭) এই আইনের শিডিউল অনুযায়ী সমস্ত শিশুর জন্য উত্তম গুণমানের প্রারম্ভিক শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।

৮) নির্দিষ্ট সময়ে প্রারম্ভিক শিক্ষার জন্য শিক্ষাক্রম এবং পাঠ্যক্রম চালু করতে হবে।

৯) শিক্ষক / শিক্ষিকাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

প্র: বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুরাও কি বিনা ব্যয়ে শিক্ষা পাবে? তারা কোথায় বিনা ব্যয়ে শিক্ষা পাবে? তাদের শিক্ষার জন্য এই আইনে কি বিশেষ কোনো ব্যবস্থা আছে?

বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুরা 'পার্সন উইথ ডিসেবিলিটি' আইন ১৯৯৬-এর [Person with Disabilities (Equal Opportunities, Protection and Full Participation) Act 1996] পঞ্চম অধ্যায়ে নির্দিষ্ট ব্যবস্থার সঙ্গে সাযুজ্য রেখে বিনা ব্যয়ে বাধ্যতামূলক শিক্ষার অধিকার পাবে। ঐ আইনের Sec 2, Clause (i) অনুযায়ী বিকলাঙ্গ শিশুদের নির্দিষ্ট করা হবে। ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত এই শিশুরা বিনা ব্যয়ে বাধ্যতামূলক শিক্ষার অধিকার পাবে। [Sec. 3(2)]

প্র: কোনো বিদ্যালয়ে, কোনো শিশুকে, কিভাবে বিনা ব্যয়ে বাধ্যতামূলক শিক্ষার জন্য ভর্তি নিতে হবে?

কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়, নবোদয় বিদ্যালয়, সৈনিক বিদ্যালয় প্রভৃতি বিশেষ ধরনের সরকারি বিদ্যালয় ছাড়া সমস্ত সরকার দ্বারা স্থাপিত ও পরিচালিত বিদ্যালয় ৬-১৪ বছর বয়সি সকল শিশুকেই বিনা ব্যয়ে বাধ্যতামূলক শিক্ষার জন্য ভর্তি করবে। এই বিদ্যালয়গুলিতে মূলতঃ বিদ্যালয়ের প্রতিবেশী এলাকা থেকে শিশুরা ভর্তি হবে। [Sec. 12(1)a]

সরকারি সাহায্য প্রাপ্ত বিদ্যালয়গুলি তাদের মোট খরচের যত অংশ সরকারি সাহায্য পায় সেই অনুপাতে ঐ বিদ্যালয়ের প্রতিবেশী এলাকা থেকে পিছিয়ে পড়া এবং দূর্বলতর শ্রেণীর শিশুদের বিনা ব্যয়ে বাধ্যতামূলক শিক্ষার জন্য ভর্তি করবে। অর্থাৎ কোনো বিদ্যালয় যদি তার মোট খরচের ৫০ শতাংশ সরকারি

সাহায্য পায় তবে ঐ বিদ্যালয় প্রতি বছর যে পরিমাণ শিশুকে ভর্তি করবে তার ৫০ শতাংশ শিশুকে ঐ বিদ্যালয়ের প্রতিবেশী এলাকার পিছিয়ে পড়া বা দূর্বলতর শ্রেণী থেকে নেবে এবং ঐ শিশুদের অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত বিনা ব্যয়ে শিক্ষা দেবে। কিন্তু সরকারি সাহায্যের পরিমাণ যাই হোক না কেন এইসব বিদ্যালয়কে তাদের প্রতিবেশী এলাকা থেকে তাদের মোট ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যার অন্ততঃ ২৫ শতাংশ পিছিয়ে পড়া এবং দূর্বলতর শ্রেণী থেকে নিতে হবে এবং তাদের বিনা ব্যয়ে শিক্ষা দিতে হবে। [Sec.12(1)b]

বিশেষধরণের সরকারি ও বেসরকারি বিদ্যালয় (যারা কোনো রকম সরকারি সাহায্য পায় না) প্রতি বছর প্রতি শ্রেণীতে মোট যে পরিমাণ ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করবে, কমপক্ষে তার ২৫ শতাংশ ছাত্র-ছাত্রীকে সমাজের দূর্বলতর বা পিছিয়ে পড়া শ্রেণী থেকে নেবে এবং ঐ ছাত্র-ছাত্রীদের অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত বিনামূল্যে শিক্ষা দেবে। ঐ ২৫ শতাংশ ছাত্রছাত্রীদের সবাই আসবে ঐ বিদ্যালয়ের প্রতিবেশী এলাকা থেকে। [Sec.12(1)c]

একটি সরকারি বিদ্যালয়ে প্রতিটি ছাত্র বা ছাত্রীর জন্য যে পরিমাণ অর্থ খরচ হয় সরকার সেই পরিমাণ অর্থ দূর্বলতর এবং পিছিয়ে পড়া শ্রেণী থেকে আসা প্রতিটি ছাত্র-ছাত্রীর জন্য (যারা ঐ বেসরকারি বিদ্যালয়ে বিনা মূল্যে প্রারম্ভিক শিক্ষা পাচ্ছে) সংশ্লিষ্ট বেসরকারি বিদ্যালয়কে প্রতি বছর দেবে। [Sec.12(2)]

এই সমস্ত বিদ্যালয়ের মধ্যে যদি কোনো বিদ্যালয়ে প্রাক-বিদ্যালয় শিক্ষার ব্যবস্থা থাকে তবে উপরোক্ত নিয়ম অনুযায়ী শিশুদের প্রাক-বিদ্যালয় স্তর থেকেই ভর্তি নিতে হবে। [Sec.12(1)c]

প্র: বেসরকারি বিদ্যালয়গুলি তাদের ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে 'ফিস্' নিতে পারবে কি?

বেসরকারি বিদ্যালয়গুলি আগের মতই তাদের ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে 'ফিস্' নিতে পারবে। এই আইনের নিয়ম অনুযায়ী তারা তাদের প্রতিবেশী এলাকা থেকে যেসব পিছিয়ে পড়া এবং দূর্বলতর শ্রেণীর শিশুদের ভর্তি করবে কেবল তাদের ক্ষেত্রে তারা কোনো 'ফিস্' নিতে পারবে না।

প্র: সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির ক্ষেত্রে কি ব্যবস্থা নেওয়া হবে?

ঐসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যদি কোনোরকম সরকারি সাহায্য না পায় তবে বেসরকারি বিদ্যালয়ের জন্য এই আইনে যে নিয়ম আছে তা অনুসরণ করবে আর তারা যদি কোনো ধরনের সরকারি সাহায্য পায় তবে সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়গুলির ক্ষেত্রে যে নিয়ম আছে তাই অনুসরণ করবে।

প্র: স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা বা NGO পরিচালিত বিদ্যালয়গুলির ক্ষেত্রে কি হবে?

ঐ বিদ্যালয়গুলিও এই আইন অনুযায়ী সমস্ত নিয়ম পালন করে চালাতে হবে।

প্র: বছরের কোন সময়ে শিশুদের ভর্তি নেওয়া হবে?

যেকোনো শিশুকে শিক্ষাবর্ষের শুরুতে বিদ্যালয়ে ভর্তি করা যাবে। ভর্তির সময় প্রতি বছর-ই একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত বাড়ানো যাবে। **কেন্দ্রীয় মডেল রুল অনুযায়ী ভর্তির সময় শিক্ষাবর্ষের শুরুতে ৬ মাস পর্যন্ত বাড়ানো যাবে।** প্রতিটি রাজ্য সরকার রুল তৈরী করে ভর্তির সময় নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত বাড়াতে পারে।[Sec.15]

কিন্তু এইভাবে বর্ধিত ভর্তির সময় শেষ হয়ে যাওয়ার পরও যদি কোনো শিশু ভর্তি হতে চায় তবে সেই শিশুকে ভর্তি নিতে হবে। এইভাবে ভর্তির জন্য নির্দিষ্ট সময় বা ভর্তির জন্য বর্ধিত সময় শেষ হয়ে যাওয়ার পর যে শিশুরা ভর্তি হবে তাদের ঐ শ্রেণীর পড়াশুনা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কিভাবে সম্পূর্ণ হবে সেটা রাজ্য সরকার তার রুল তৈরী করে ঠিক করতে পারে। [Sec.15] **কেন্দ্রীয় মডেল রুল অনুযায়ী** বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বা শিক্ষিকা এই পরে ভর্তি হওয়া শিশুদের জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে তাদের ঐ বছরের

পাঠ্যক্রম নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শেষ করার ব্যবস্থা করবেন।

প্র: বিদ্যালয়ে ভর্তির সময়ে শিশুদের নির্বাচন কিভাবে করা হবে?

সরকার দ্বারা স্থাপিত এবং পরিচালিত বিদ্যালয়গুলি ঐ বিদ্যালয়গুলির প্রতিবেশী এলাকা থেকে তাদের কাছে ভর্তি হতে আসা সমস্ত শিশুকেই বিনা ব্যয়ে বাধ্যতামূলক শিক্ষার জন্য ভর্তি নেবে।

সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়গুলি এবং বেসরকারি বিদ্যালয়গুলি তাদের প্রতিবেশী এলাকা থেকে আসা পিছিয়ে পড়া এবং দুর্বলতর শ্রেণীর শিশুদের এই আইনের নিয়ম অনুযায়ী ভর্তি নেবে।

ভর্তির জন্য নির্বাচন করার ক্ষেত্রে কোনো বিদ্যালয় (সরকারি বা বেসরকারি) কোনো শিশুর বা তার পিতা-মাতার নির্বাচনী পরীক্ষা নিতে পারবে না। [Sec.13]

যদি কোনো কারণে কোনো বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রী নেওয়ার খালি জায়গার তুলনায় ভর্তি হতে ইচ্ছুক ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা বেশী হয় তবে লটারির মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদের ভর্তির জন্য নির্বাচন করা যাবে।

প্র: কোন শিশুকে কোন শ্রেণীতে ভর্তি করা হবে সেটা কি করে ঠিক করা হবে?

৬ বছর বয়সি যেকোনো শিশুকে প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি নিতে হবে। শিশুর বয়স ৬ বছরের বেশী হলে তাকে তার বয়স অনুযায়ী শ্রেণীতে ভর্তি করতে হবে। [Sec.4]

প্র: ভর্তির সময় শিশুদের বয়স কিভাবে ঠিক করা হবে?

প্রারম্ভিক শিক্ষায় ভর্তির জন্য কোনো শিশুর বয়স তার জন্ম শংসাপত্রের (Birth Certificate) ভিত্তিতে স্থির করা যাবে। জন্ম শংসাপত্র বলতে এখানে Birth, Death

and Marriage Registration Act, 1886 অনুসারে দেওয়া জন্ম শংসাপত্র বোঝাচ্ছে। বয়স ঠিক করার জন্য রাজ্য সরকার তার রুলের মাধ্যমে জন্ম শংসাপত্রের বিকল্প হিসাবে অন্য কোনো প্রমাণপত্র নির্দিষ্ট করতে পারে। [Sec.14(1)]

কেন্দ্রীয় মডেল রুল অনুযায়ী ভর্তির সময় শিশুদের বয়স ঠিক করার জন্য জন্মের শংসাপত্র ছাড়াও হাসপাতালের রেকর্ড, এ এন এম কর্মীর (Auxiliary Nurses Midwives) রেজিস্টারের রেকর্ড, অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের রেকর্ড অথবা শিশুটির বয়স সম্পর্কে এফিডেভিডের মাধ্যমে শিশুর পিতা-মাতা বা অভিভাবকের ঘোষণাপত্রও গ্রাহ্য করা হবে।

কিন্তু বয়সের কোনোরকম প্রমাণপত্র না থাকলেও সেই শিশুকে যে কোনো বিদ্যালয় ভর্তি নিতে বাধ্য। [Sec.14(2)]

প্র: শিশুদের তাদের বয়স অনুযায়ী শ্রেণীতে ভর্তির কথা বলা হয়েছে, এখানে বয়স অনুযায়ী শ্রেণী বলতে কি বোঝাচ্ছে?

একটি শিশু যদি তার ৬ বছর বয়সে প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি হয় এবং প্রতি শ্রেণীতে এক বছর করে থাকে তবে সে যে বয়সে যে শ্রেণীতে পড়বে সেই বয়সে সেই শ্রেণীই যে কোনো শিশুর বয়স অনুযায়ী শ্রেণী।

প্র: কোনো শিশু যদি তার বয়স অনুযায়ী শ্রেণীতে পড়ার যোগ্য না হয়, অর্থাৎ সে যদি ঐ শ্রেণীর আগের শ্রেণীতে কখনো না পড়ে থাকে বা পড়লেও ঐ শ্রেণীর পড়া ভুলে গিয়ে থাকে তবে তাকে তার বয়স অনুযায়ী শ্রেণীতে কিভাবে পড়ানো যাবে?

৬ বছরের বেশী বয়সী কোনো শিশু, যে কোনোদিন কোনো বিদ্যালয়ে যায়নি বা কিছুদিন পড়ে বিদ্যালয় ছেড়ে দিয়েছে, তাকে তার বয়স অনুযায়ী শ্রেণীতেই ভর্তি করতে হবে। প্রয়োজনে ঐ শিশুটিকে তার বয়স অনুযায়ী শ্রেণীতে পড়ার উপযুক্ত করে নেওয়ার জন্য **বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা** (Special Training)

ঐ বিদ্যালয়েই করতে হবে। কিভাবে এবং কতদিনের মধ্যে বিশেষ প্রশিক্ষণ দিয়ে কোনো শিশুকে তার বয়স অনুযায়ী শ্রেণীর উপযুক্ত করে তোলা যাবে সেটা রাজ্য সরকার রুল তৈরী করে ঠিক করবে। [Sec.4]

কেন্দ্রীয় মডেল রুল অনুযায়ী শিশুদের বয়স অনুযায়ী শ্রেণীতে ভর্তি করার জন্য প্রয়োজন মাফিক বিশেষ প্রশিক্ষণ যেভাবে সংগঠিত করার কথা বলা হয়েছে তা হল :

- বিদ্যালয় ব্যবস্থাপক কমিটি বা স্থানীয় সরকার সেই সব শিশুদের চিহ্নিত করবে যাদের বয়স অনুযায়ী শ্রেণীতে ভর্তির জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রয়োজন।
- বিশেষ প্রশিক্ষণের জন্য আলাদা করে বিশেষ পাঠ্যক্রম এবং বিশেষ সরঞ্জাম তৈরি করতে হবে। এই পাঠ্যক্রম এবং শিক্ষা সরঞ্জাম এই আইনের বলে তৈরী রাজ্য সরকারের অ্যাকাডেমিক অথরিটি দ্বারা অনুমোদিত হতে হবে।
- এই বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা বিদ্যালয় ভবনেই হবে বা নিরাপদ আবাসিক ব্যবস্থার মাধ্যমে করা হবে।
- এই বিশেষ প্রশিক্ষণ ঐ বিদ্যালয়ে কার্যরত শিক্ষক-শিক্ষিকারাই দেবেন অথবা এই প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্যই বিশেষ শিক্ষক/শিক্ষিকা নিয়োগ করা হবে।
- প্রয়োজন অনুযায়ী তিন মাস থেকে দুই বছরের মধ্যে এই ধরনের শিশুদের বিশেষ প্রশিক্ষণ দিয়ে তাদের বয়স অনুযায়ী শ্রেণীতে ভর্তির উপযুক্ত করে তুলতে হবে।
- বিশেষ প্রশিক্ষণ নেওয়ার পর যেসব শিশু তাদের বয়স অনুযায়ী শ্রেণীতে ভর্তি হবে বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা তাদের প্রতি বিশেষ নজর রাখবেন এবং ঐসব শিশুদের সব দিক দিয়ে শ্রেণীর বাকি ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে একসঙ্গে মিলে পড়াশুনা করতে সাহায্য করবেন।

প্র: কোনো শিশু যদি ১৪ বছরের মধ্যে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা শেষ করতে না পারে তবে সে কি ১৪ বছর বয়সের পরেও বিনা ব্যয়ে পড়াশুনা করতে পারবে?

৬ বছরের বেশী বয়সি কোনো শিশু যদি বিনা ব্যয়ে প্রারম্ভিক শিক্ষার জন্য কোনো বিদ্যালয়ে ভর্তি হয় এবং সে যদি তার ১৪ বছর বয়স সম্পূর্ণ হওয়ার মধ্যে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা সমাপ্ত না করতে পারে তবে ঐ শিশু তার ১৪ বছর বয়সের পরেও বিনা ব্যয়ে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা সম্পূর্ণ করতে পারবে। [Sec.4]

প্র: ক্যাপিটেশন ফি কাকে বলে? ভর্তির সময় শিশুদের কোনো ক্যাপিটেশন ফি দিতে হবে কিনা?

যেকোনো বিদ্যালয় বিজ্ঞপ্তি জারি করে যে সমস্ত 'ফিস্' (Fees) নিচ্ছে সেগুলি ছাড়া যেকোনো রকম অনুদান বা অন্য কোনো নামে কোনো টাকা-পয়সা যদি বিদ্যালয় বা কোনো ব্যক্তি কোনো ছাত্র-ছাত্রীকে কোনো বিদ্যালয়ে ভর্তি করার জন্য দাবি করে তাহলে ঐ ধরনের টাকা-পয়সার দাবিকে ক্যাপিটেশন ফিস (Capitation Fees) বলা হবে। [Sec.2(b)] কোনো শিশুকে কোনো বিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বা অন্য কোনো ব্যক্তি ক্যাপিটেশন 'ফিস্' দাবি করতে পারবে না। [Sec.13(1)]

কোনো বিদ্যালয় যদি এইভাবে ক্যাপিটেশন 'ফিস্' নেন তবে সেই বিদ্যালয়কে গৃহীত ক্যাপিটেশন ফিস্-এর পরিমাণের দশগুণ জরিমানা হিসাবে দিতে হবে। [Sec.13(2)a]

প্র: শিশুদের ভর্তির সময় শিশুদের বা তার বাবা-মাকে নির্বাচনী পরীক্ষা দিতে হবে কিনা? যদি নির্বাচনী পরীক্ষা না থাকে সেই পরিস্থিতি কোনো কারণে অনেক শিশুর মধ্যে কিছু শিশুকে ভর্তির জন্য বেছে নিতে হয় তবে কিভাবে সেটা করা যাবে?

ভর্তির জন্য নির্বাচন করার ক্ষেত্রে কোনো বিদ্যালয় (সরকারি বা বেসরকারি) কোনো শিশুর বা তার পিতা-মাতার নির্বাচনী পরীক্ষা নিতে পারবে না। [Sec.13(1)]

যদি কোনো বিদ্যালয় কোনো শিশুর ভর্তির জন্য তার বা তার পিতা-মাতার নির্বাচনী পরীক্ষা নেয় তবে ঐ বিদ্যালয়কে প্রথম বারের জন্য ২৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হবে এবং দ্বিতীয়বার থেকে ঐ কাজের জন্য ৫০ হাজার টাকা করে জরিমানা দিতে হবে। [Sec.13(2)b] যদি কোনো কারণে কোনো বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রী নেওয়ার খালি জায়গার তুলনায় ভর্তি হতে ইচ্ছুক ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা বেশী হয় তবে লটারীর মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদের ভর্তির জন্য নির্বাচন করা যাবে।

প্র: বিদ্যালয়ে প্রারম্ভিক শিক্ষার পাঠ্যক্রম কি হবে এবং ঐ পাঠ্যক্রম কারা ঠিক করবেন ?

রাজ্য সরকার বা কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা নির্দিষ্ট অ্যাকাডেমিক অথরিটি প্রারম্ভিক শিক্ষার জন্য পাঠ্যক্রম এবং মূল্যায়ন পদ্ধতি ঠিক করবে। [Sec.29(1)]

নিম্নলিখিত বিষয়গুলিকে মাথায় রেখে অ্যাকাডেমিক অথরিটি পাঠক্রম এবং মূল্যায়ন পদ্ধতি তৈরী করবেন : [Sec.29(2)]

১) ভারতীয় সংবিধানের মূল্যবোধের সঙ্গে মিল বা সাযুজ্য।

২) শিশুর সর্বাঙ্গীন বিকাশ।

৩) শিশুদের মধ্যে জ্ঞান, সম্ভাবনা এবং প্রতিভার বিকাশ।

৪) শারীরিক এবং মানসিক ক্ষমতার সম্পূর্ণ বিকাশ।

৫) নতুন কিছু খোঁজ করা, আবিষ্কার করা এবং বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে শেখা। শেখার পরিবেশ হবে বন্ধুত্বপূর্ণ এবং শিশুকেন্দ্রিক।

৬) শেখার ভাষা যতদূর সম্ভব শিশুর মাতৃভাষাই হবে।

৭) শিশুদের মন থেকে সমস্ত রকম ভয় এবং আশঙ্কা দূর করতে হবে। প্রত্যেক শিশু যাতে স্বাধীনভাবে তার কথা বলতে পারে তার ব্যবস্থা থাকতে হবে।

৮) শিশু কতটা শিখতে পারছে বোঝার জন্য ধারাবাহিক ভাবে মূল্যায়ণের ব্যবস্থা থাকতে হবে।

প্র: এই আইন কি পরীক্ষা পদ্ধতি এবং পাশ-ফেল প্রথা তুলে দেওয়ার কথা বলছে? তাহলে ছাত্র-ছাত্রীরা আদৌ শিখছে কিনা কিভাবে বোঝা যাবে?

এই আইন তথাকথিত পরীক্ষা পদ্ধতি এবং পাশ-ফেল প্রথা তুলে দেওয়ার কথা বলছে কিন্তু ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষায় অগ্রগতির মূল্যায়ণ করা বন্ধ করতে বলেনি। বরং এই আইনে প্রতিটি ছাত্র/ছাত্রী কতটা শিখছে তার মূল্যায়ণ বছরে দু'বার বা তিনবার পরীক্ষার মাধ্যমে না করে সারা বছর ধরে প্রতিটি ছাত্র/ছাত্রীর শিক্ষার ধারাবাহিক মূল্যায়ণ করার কথা বলছে। ঐ মূল্যায়ণের ফল অনুযায়ী প্রতিটি ছাত্র/ছাত্রীর শিক্ষার উপর আলাদা করে নজর দিতে বলছে। শিক্ষক/শিক্ষিকাকে প্রতিটি ছাত্র-ছাত্রীর জন্য এই ধারাবাহিক মূল্যায়ণের ফল নিবন্ধিকৃত করে রাখতে হবে। যখন যে ছাত্র/ছাত্রী প্রারম্ভিক শিক্ষা শেষ করবে তখন ঐ ছাত্র/ছাত্রীর পুঞ্জীকৃত মূল্যায়ণের রেকর্ডের (Cumulative record) ভিত্তিতে তাকে প্রারম্ভিক শিক্ষা সম্পূর্ণ করার জন্য শংসাপত্র দিতে হবে। [Sec.16. Sec. 29(1)h & Sec. 30]

প্র: কোনো শ্রেণীর পাঠ্যক্রম ভালো ভাবে শেষ করতে না পারলে কোনো শিশুকে ঐ শ্রেণীতে আর এক বছর রেখে দেওয়া যাবে কি?

প্রারম্ভিক শিক্ষা সম্পূর্ণ করার আগে কোনো শিশুকেই এক বছরের বেশী কোনো শ্রেণীতে আটকে রাখা যাবে না। [Sec.16]

প্র: শৃঙ্খলাভঙ্গ বা অন্য কোনো কারণে কোনো শিশুকে কোনো বিদ্যালয় থেকে বের করে দেওয়া যাবে কি?

কোনো কারণেই কোনো ছাত্র-ছাত্রীকে কোনো বিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার করা যাবে না।[Sec.16]

প্র: অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পড়া শেষ করার পরে কোনো বোর্ডের পরীক্ষা বা অন্য কোনো রকম পরীক্ষা হবে কি? যদি না হয় তবে কিভাবে ছাত্র/ছাত্রীদের অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পড়া শেষের বা প্রারম্ভিক শিক্ষা শেষের শংসাপত্র দেওয়া হবে?

অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পড়া শেষ করার পরে কোনো ছাত্র/ছাত্রীকে কোনো বোর্ডের পরীক্ষা বা অন্য কোনো পরীক্ষা দিতে হবে না। প্রথম শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত বিদ্যালয়ে ছাত্র/ছাত্রীটির যে ধারাবাহিক মূল্যায়ণ হবে তার রেকর্ডের ভিত্তিতেই ছাত্র/ছাত্রীটিকে প্রারম্ভিক শিক্ষা শেষের শংসাপত্র দেওয়া হবে। [Sec.30]

প্র: বিদ্যালয়ে ছাত্র/ছাত্রীদের কোনো রকম শাস্তি দেওয়া যাবে কি?

কোনো বিদ্যালয়ে কোনো শিশুর উপরেই শাস্তির নামে শারীরিক অত্যাচার বা মানসিক নির্যাতন করা যাবে না। যদি এই ধরনের ঘটনা ঘটে তবে তার জন্য দায়ী শিক্ষক/শিক্ষিকার উপর তার সার্ভিস রুল অনুযায়ী শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগ আনা হবে এবং সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।[Sec.17]

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর এক বিজ্ঞপ্তি জারি করে এই আইন অনুযায়ী শারীরিক অত্যাচার এবং মানসিক নির্যাতনের ব্যাখ্যা দিয়েছেন। (৬ জানুয়ারী ২০১১ তারিখে পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি নং—09 SE(S)-SL/5S-116/10) এই বিজ্ঞপ্তি নিম্নরূপ।

শারীরিক অত্যাচার হল কোন পড়ুয়ার উপর যে কোনভাবে, ইচ্ছাকৃতভাবে কষ্ট দেওয়া বা আঘাত করা যেমন - বেত দিয়ে বা ধাতব বস্তু দিয়ে মারধর এর মধ্যে অন্তর্গত। পড়ুয়াকে ধাক্কা দেওয়া, পিছনে সপাটে মারধর করা, চড় মারা, চিমটি কাটা, চুল ধরে টানা ইত্যাদিও শারীরিক অত্যাচারের মধ্যে পড়ে।

মানসিক নির্যাতন হল ইচ্ছাকৃত বা সচেতনভাবে পড়ুয়ার উপর মানসিক চাপ সৃষ্টি করা যা তার বৌদ্ধিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের ক্ষতি করে। কোনো পড়ুয়াকে কটাক্ষ করা, কথার দ্বারা আঘাত করা ও অন্যদের সামনে তার মর্যাদাহানি করাও মানসিক নির্যাতনের মধ্যে পড়ে।

কোনো পড়ুয়ার উপর শারীরিক অত্যাচার বা মানসিক নির্যাতন হলে তার বাবা-মা বা অভিভাবক বিদ্যালয় পরিচালন কমিটির কাছে অভিযোগ জানাতে পারেন।

নিম্নলিখিত বিষয়গুলি শারীরিক অত্যাচার বা মানসিক নির্যাতনের আওতায় পড়বে না—

- শিক্ষক-শিক্ষিকা, বাবা-মাকে পড়ুয়ার পড়াশোনার ক্ষেত্রে শাস্তিমূলক ব্যবস্থার বিষয়ে অবগত করানো।
- অভিভাবকদের মিটিং-এ বাবা-মাদের ডেকে পাঠানো যাতে তারা পড়ুয়ার শিক্ষা ও বৌদ্ধিক প্রয়োজনীয়তা বুঝতে পারেন।
- আর্থিকভাবে দণ্ড বা জরিমানা প্রযোজ্য যা বিনা ব্যয়ে শিক্ষার ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করবে না।
- শ্রেণীকক্ষ, খেলাধূলা বা অন্যান্য আনুষঙ্গিক কর্মসূচি থেকে অস্থায়ীভাবে শৃঙ্খলা ভঙ্গকারি পড়ুয়াদের বিরত রাখা।
- পাঠ্যক্রম বহির্ভূত কাজে সক্রিয় অংশগ্রহণ।

প্র: ছাত্র-ছাত্রীদের ট্রান্সফার সার্টিফিকেট দেওয়ার নিয়ম কি?

যে কোনো শিশু, যে কোনো বিদ্যালয়ে (যেখানে সে এই আইন অনুযায়ী বিনা মূল্যে প্রারম্ভিক শিক্ষা পেতে পারবে) ভর্তি হবার জন্য তার বর্তমান বিদ্যালয়ের কাছে ট্রান্সফার সার্টিফিকেট (Transfer Certificate) চাইতে পারে। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক/শিক্ষিকা অথবা ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক বা শিক্ষিকাকে তাকে সেই ট্রান্সফার সার্টিফিকেট সঙ্গে সঙ্গে দিতে হবে।[Sec.5]

এইভাবে শিশুটি অন্য যে বিদ্যালয়ে ভর্তি হতে চাইবে, সেই বিদ্যালয়ে ট্রান্সফার সার্টিফিকেট পেতে দেরি হচ্ছে এই কারণে তাকে ভর্তি নিতে দেরী করা চলবে না।[Sec.5]

প্র: ৬ বছরের কম বয়সি শিশুদের শিক্ষা সম্বন্ধে এই আইনে কোনো ব্যবস্থা আছে কি?

এই আইনে ৬ বছরের কম বয়সি শিশুদের জন্য কোনো ব্যবস্থা রাখা হয়নি কিন্তু এই আইন বলছে যে রাজ্য সরকার চাইলে ঐ শিশুদের জন্য বিনা ব্যয়ে প্রাক্-বিদ্যালয় শিক্ষার ব্যবস্থা করতে পারেন।[Sec.11]

প্র: শিশুদের জন্য বিনা ব্যয়ে বাধ্যতামূলক শিক্ষা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে বাবা-মা এবং অভিভাবকদের দায়িত্ব কি?

এই আইন বলছে বাবা-মা বা অভিভাবকের দায়িত্ব এবং কর্তব্য তাদের ৬-১৪ বছর বয়সি প্রতিটি শিশুকে বিনা ব্যয়ে বাধ্যতামূলক শিক্ষার জন্য প্রতিবেশী বিদ্যালয়ে ভর্তি করা এবং বিদ্যালয়ে তাদের নিয়মিত উপস্থিতি নিশ্চিত করা। কিন্তু বাবা-মা বা অভিভাবক এই দায়িত্ব যদি পালন করতে না পারেন তবে তাদের জন্য কোনো বাধ্যতামূলক বা শাস্তিমূলক ব্যবস্থা এই আইনে নেই। [Sec.10]

প্র: পরিযায়ী (Migrant) শ্রমিক পরিবারের শিশুদের জন্য কিভাবে বিনা ব্যয়ে বাধ্যতামূলক শিক্ষা নিশ্চিত করা হবে?

এই শিশুরাও অন্য শিশুদের মত বিনা ব্যয়ে বাধ্যতামূলক শিক্ষার অধিকারী। স্থানীয় সরকারের [Sec.2(H)] দায়িত্ব এই শিশুদের চিহ্নিত করে এদের জন্য এই আইন অনুযায়ী বিনা ব্যয়ে বাধ্যতামূলক শিক্ষার অধিকার নিশ্চিত করা। [Sec.9(k)]

প্র: অসরকারি বা স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলি (NGO) যে ব্রীজ কোর্স চালায়, এই আইন চালু হওয়ার পরে সেগুলি কি বন্ধ করে দিতে হবে?

না। এই আইন কোনোভাবেই সরকারকে শিক্ষা ক্ষেত্রে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাদের সাহায্য নিতে নিষেধ করছে না। কিন্তু এই আইনের ফলে দেশের সমস্ত শিশুর জন্য বিনা ব্যয়ে প্রারম্ভিক শিক্ষার ব্যবস্থা করার সম্পূর্ণ দায়িত্ব সরকারের উপর বর্তায়।

প্র: শিশুদের জন্য বিনা ব্যয়ে বাধ্যতামূলক শিক্ষা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে শিক্ষকদের দায়িত্ব কি কি?

- প্রত্যেক শিক্ষক-শিক্ষিকা নিয়মমত এবং সময়মত বিদ্যালয়ে উপস্থিত থাকবেন।
- সময়মত নির্দিষ্ট পাঠ্যক্রম পড়ানো শেষ করতে হবে।
- ছাত্র-ছাত্রীর শেখার ক্ষমতা বুঝে সেই অনুযায়ী তাকে শিক্ষা দিতে হবে।
- ছাত্র-ছাত্রীর বিদ্যালয়ে উপস্থিতি, শিক্ষায় উন্নতি এবং অন্যান্য বিষয়ে তাদের পিতা-মাতা এবং অভিভাবকদের সঙ্গে নিয়মিত আলোচনা করতে হবে। [Sec.24(1)]

যদি কোনো শিক্ষক বা শিক্ষিকা তার নির্দিষ্ট দায়িত্ব পালন না করেন তবে তাঁর বিরুদ্ধে তাঁর সার্ভিস রুল অনুযায়ী শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া যাবে। অবশ্যই তাঁর বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেওয়ার আগে তাঁকে তাঁর পক্ষ সমর্থনে কথা বলবার যথেষ্ট সুযোগ দিতে হবে। [Sec.24(2)]

কেন্দ্রীয় মডেল রুল বলছে :

- শিক্ষক/শিক্ষিকাদের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ প্রথম বিদ্যালয় ব্যবস্থাপক কমিটি (School Management Committee)-এর কাছে জানাতে হবে। এই কমিটিই এই বিষয়ে ব্যবস্থা নিতে দায়বদ্ধ।
- রাজ্য সরকার রাজ্য স্তরে, জেলা স্তরে এবং ব্লক স্তরে ট্রাইবুনাল (School Tribunal) তৈরী করবেন। শিক্ষক/শিক্ষিকাদের বিষয়ে এই স্কুল ট্রাইবুনালেও অভিযোগ জানানো যাবে।

প্র: প্রতিটি বিদ্যালয়ে ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত কি হবে? যদি কোনো বিদ্যালয়ে এই আইনে নির্দিষ্ট ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত অনুযায়ী যথেষ্ট সংখ্যক শিক্ষক/শিক্ষিকা না থাকেন তবে কত দিনের মধ্যে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক/শিক্ষিকা নিয়োগ করতে হবে?

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে (প্রথম শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত) ৩০ জন ছাত্র/ছাত্রী পিছু একজন করে শিক্ষক/শিক্ষিকা থাকবেন। উচ্চ-প্রাথমিক বিদ্যালয়ে (ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত) প্রতি শ্রেণীতে একজন করে শিক্ষক বা শিক্ষিকা এবং ছাত্র/ছাত্রী-শিক্ষক/শিক্ষিকা অনুপাত হবে ৩৫ : ১। [Sec.19 & the Schedule of the Act] এই রকম ছাত্র/ছাত্রী-শিক্ষক/শিক্ষিকা অনুপাত রাজ্য বা স্থানীয় সরকার। [Sec 2 (H)] এই আইন হওয়ার ৬ মাসের মধ্যে প্রতিটি বিদ্যালয়ে নিশ্চিত করবে। [Sec. 25(1)] এই ছাত্র/ছাত্রী-শিক্ষক/শিক্ষিকা অনুপাত নিশ্চিত করতে গিয়ে এক বিদ্যালয়ে নিযুক্ত শিক্ষক/শিক্ষিকাকে অন্য বিদ্যালয়ে বা অফিসে নিয়ে গিয়ে কাজ করানো চলবে না। [Sec.25(2)]

প্র: কোনো বিদ্যালয়ে শিক্ষকের পদ কত সংখ্যার বেশী খালি রাখা যাবে না?

যে সমস্ত বিদ্যালয় রাজ্য সরকার বা স্থানীয় সরকার [Sec. 2(H)] দ্বারা স্থাপিত, পরিচালিত, নিয়ন্ত্রিত বা যে সমস্ত বিদ্যালয়ের পরিচালনায় রাজ্য বা স্থানীয় সরকার বড় অঙ্কের আর্থিক সাহায্য দেন, সেই সমস্ত বিদ্যালয়ে শিক্ষক/শিক্ষিকার শূন্যপদের পরিমাণ যাতে ঐ বিদ্যালয়ের জন্য স্বীকৃত শিক্ষক/শিক্ষিকার সংখ্যার ১০ শতাংশের বেশী কখনোই না হয় সেটা নিয়োগ কর্তৃপক্ষ (Appointing Authority) নিশ্চিত করবেন। [Sec.26]

প্র: শিক্ষক হিসাবে নিযুক্ত হওয়ার জন্য ন্যূনতম যোগ্যতা কি থাকতে হবে?

শিক্ষক-শিক্ষিকা নিয়োগের ক্ষেত্রে তাদের ন্যূনতম যোগ্যতা কি হবে তা কেন্দ্রীয় অ্যাকাডেমিক অথরিটি (কেন্দ্রীয় সরকার স্বীকৃত) ঠিক করবেন। সব রকমের বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রেই এই নিয়ম বলবৎ হবে। [Sec.23(1)]

প্র: যদি ঐ ন্যূনতম যোগ্যতা আছে এমন শিক্ষক/শিক্ষিকা প্রয়োজনীয় সংখ্যায় না পাওয়া যায় তাহলে কি হবে?

যদি কোনো রাজ্যে যথেষ্ট সংখ্যক শিক্ষক/শিক্ষিকা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র না থাকে বা নির্দিষ্ট যোগ্যতা সম্পন্ন শিক্ষক/শিক্ষিকা যথেষ্ট পরিমাণে না পাওয়া যায় তবে কেন্দ্রীয় সরকার বিজ্ঞপ্তি জারি করে ঐ যোগ্যতামান পাঁচ বছরের জন্য শিথিল করতে পারেন। [Sec.23(2)]

প্র: যে শিক্ষক/শিক্ষিকারা এই আইন বলবৎ হওয়ার আগেই নিযুক্ত হয়েছেন তাদের মধ্যে কারো যদি ঐ নির্দিষ্ট ন্যূনতম যোগ্যতা না থাকে তাহলে কি হবে?

সেইসব শিক্ষক/ শিক্ষিকা যারা এই আইন বলবৎ হওয়ার আগেই নিযুক্ত হয়েছেন তাদের কারো যোগ্যতা যদি অ্যাকাডেমিক অথরিটি নির্দিষ্ট ন্যূনতম যোগ্যতার কম থাকে, তবে এই আইন চালু হওয়ার পাঁচ বছরের মধ্যে তাদের ঐ ন্যূনতম যোগ্যতা অর্জন করে নিতে হবে। [Sec.23(2)] **কেন্দ্রীয় মডেল রুল** অনুযায়ী বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপকদের (Management) দায়িত্ব হবে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ঐ শিক্ষক/শিক্ষিকাদের ঐ নির্দিষ্ট ন্যূনতম যোগ্যতামান অর্জন করিয়ে নেওয়া।

প্র: শিক্ষক/শিক্ষিকা নিয়োগের শর্ত এবং প্রকার কি রকম হবে?

এই আইন অনুযায়ী শিক্ষক/শিক্ষিকা নিয়োগের শর্ত এবং তাদের বেতন কি রকম হবে রাজ্য সরকার রুল তৈরী করে ঠিক করবেন।[Sec.23(3)]

কেন্দ্রীয় মডেল রুল বলছে :

- রাজ্য সরকার অথবা স্থানীয় সরকার [SEC.2(H)] (যার যেখানে দায়িত্ব) পেশাদার এবং স্থায়ী শিক্ষক / শিক্ষিকা নিয়োগের লক্ষ্যে বিজ্ঞপ্তি জারি করে শিক্ষক/ শিক্ষিকাদের চাকরির শর্ত, বেতন এবং ভাতার পরিমাণ জানাবেন।
- বিশেষ প্রশিক্ষণের জন্য নিযুক্ত শিক্ষক / শিক্ষিকা (শিশুদের বয়স অনুযায়ী শ্রেণীতে ভর্তির জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণ) সহ সমস্ত শিক্ষক/শিক্ষিকাদের ভাতা, চিকিৎসার সুবিধা, পেনসন, গ্র্যাচুইটি, প্রভিডেন্ট ফান্ড ইত্যাদির ব্যবস্থা তাদের কাজের দায়িত্ব এবং অভিজ্ঞতা অনুযায়ী নিয়মিত শিক্ষক/শিক্ষিকাদের মতই হবে।

প্র: শিক্ষকদের শিক্ষকতা ছাড়া অন্য কাজে নিয়োগ করা যাবে কি?

কোনো শিক্ষক/শিক্ষিকাকে শিক্ষাদান ছাড়া অন্য কোনো কাজকর্মে নিয়োগ করা যাবে না। তবে সরকারি জনগণনা, নির্বাচনের কাজ এবং প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সময় ত্রাণের কাজে শিক্ষক/শিক্ষিকাদের নিয়োগ করা যাবে। [Sec.27]

প্র: শিক্ষক / শিক্ষিকারা প্রাইভেট টিউশন করতে পারবেন কি?

প্রারম্ভিক শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত কোনো শিক্ষক-শিক্ষিকা প্রাইভেট টিউশন করতে পারবেন না। [Sec.28]

প্র: বিদ্যালয় ব্যবস্থাপক কমিটি বা School Management Committee-(SMC) কোন কোন বিদ্যালয়ে তৈরী করতে হবে?

একমাত্র বেসরকারি বিদ্যালয় (যারা কোনো রকম সরকারি সাহায্য পায় না) ছাড়া প্রতিটি বিদ্যালয়কে বিদ্যালয় ব্যবস্থাপক কমিটি (School Management Committee) তৈরী করতে হবে।[Sec.21(1)]

প্র: বিদ্যালয় ব্যবস্থাপক কমিটি (School Management Committee) কিভাবে তৈরী হবে?

যেকোনো বিদ্যালয়ে ঐ বিদ্যালয়ের শিক্ষক/শিক্ষিকা, এলাকার কাউন্সিলর বা পঞ্চায়েত সদস্য (নির্বাচিত প্রতিনিধি) এবং ঐ বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের অভিভাবক এই কমিটির সদস্য হবেন। ব্যবস্থাপক কমিটির সদস্যদের অন্ততঃ অর্ধেককে মহিলা হতে হবে। ব্যবস্থাপক কমিটির অন্ততঃ ৭৫ শতাংশ সদস্য হবেন ছাত্র-ছাত্রীদের অভিভাবকরা। আবার অভিভাবকদের মধ্যে একটা নির্দিষ্ট অংশ পিছিয়ে পড়া এবং দুর্বলতর শ্রেণী থেকে আসবেন। [Sec.21(1)]

প্র: বিদ্যালয় ব্যবস্থাপক কমিটির এর কাজ কি? এই কমিটির ক্ষমতা কতখানি?

প্রতিটি বিদ্যালয় ব্যবস্থাপক কমিটি ঐ বিদ্যালয়ের জন্য উন্নয়ন পরিকল্পনা (School Development Plan) তৈরী করবে। এই উন্নয়ন পরিকল্পনার ভিত্তিতেই রাজ্য সরকার এবং স্থানীয় সরকার [Sec. 2(H)] ঐ বিদ্যালয়ে উন্নয়নের জন্য অর্থ বরাদ্দ করবে।

এছাড়াও বিদ্যালয় ব্যবস্থাপক কমিটি বিদ্যালয়ের নিয়মিত কাজকর্মের তদারকি করবে এবং সরকারি বা বেসরকারি অনুদান বিদ্যালয়ে কিভাবে খরচ হচ্ছে তার তদারকিও করবে। [Sec.21(2) & Sec. 22]

এছাড়া কেন্দ্রীয় মডেল রুল অনুযায়ী বিদ্যালয় ব্যবস্থাপক কমিটির নিম্নলিখিত দায়িত্বগুলিও থাকতে পারে :

- শিশুদের বিনা ব্যয়ে বাধ্যতামূলক শিক্ষার অধিকার আইনে শিশুদের ঠিক কি কি অধিকার দেওয়া হয়েছে এবং সেই অধিকার নিশ্চিত করতে সরকার, শিক্ষক/শিক্ষিকা এবং শিশুর পিতা-মাতা/অভিভাবকদের দায়িত্ব কি সে সম্বন্ধে সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রচার।
- ঐ বিদ্যালয়ের শিক্ষক/শিক্ষিকারা যাতে নিয়মিত এবং সময়মত বিদ্যালয়ে উপস্থিত থাকেন, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পাঠ্যক্রম পড়ানো শেষ করেন এবং প্রাইভেট টিউশন না করেন সেটা নিশ্চিত করা।
- নির্বাচন, জনগণনা এবং ত্রাণের কাজ ছাড়া শিক্ষক/শিক্ষিকাদের যাতে শিক্ষাদানের বাইরে অন্য কোনো কাজ না দেওয়া হয় তার তদারকি করা।
- বিদ্যালয়ের প্রতিবেশী এলাকার সমস্ত শিশুরা যাতে ঐ বিদ্যালয়ে ভর্তি হয় এবং নিয়মিত বিদ্যালয়ে উপস্থিত থাকে সেটা নিশ্চিত করা।
- এই আইনের শিডিউল অনুযায়ী সমস্ত পরিকাঠামোগত ব্যবস্থা যাতে বিদ্যালয়ে থাকে সেটা নিশ্চিত করা।

- বিদ্যালয়ে শিশুদের অধিকার হননের যেকোনো ঘটনা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের নজরে আনা।
- বয়স অনুযায়ী উপযুক্ত শ্রেণীতে ভর্তির জন্য যে সমস্ত শিশুদের বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রয়োজন তাদের চিহ্নিত করা এবং সেই বিশেষ প্রশিক্ষণ ঐ বিদ্যালয়ে যথাযথভাবে হচ্ছে কিনা তার তদারকি করা।
- বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের চিহ্নিতকরণ, ঐ বিদ্যালয়ে তাদের পড়াশুনার জন্য বিশেষ সুবিধার ব্যবস্থা, এবং তারা প্রারম্ভিক শিক্ষা সমাপ্ত করছে কিনা তার তদারকি করা।
- ঐ বিদ্যালয়ে মিড-ডে-মিলের তদারকি করা।
- ঐ বিদ্যালয়ের বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাব তৈরী করা।

প্র: প্রতিটি শিশুর জন্য বিনা ব্যয়ে বাধ্যতামূলক শিক্ষা নিশ্চিত করার জন্য সরকার কি কি করতে বাধ্য।

প্র: কেন্দ্রীয় সরকার কি কি করবেন :

- অ্যাকাডেমিক অথরিটি নিয়োগ করে জাতীয় পাঠ্যক্রমের রূপরেখা স্থির করবেন।
- শিক্ষক/শিক্ষিকা নিয়োগের ক্ষেত্রে শিক্ষক/শিক্ষিকাদের ন্যূনতম যোগ্যতা স্থির করবে এবং শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের স্তর স্থির করবেন।
- রাজ্য সরকারকে এই আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে উদ্ভাবন, পরিকল্পনা, গবেষণা এবং দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য আর্থিক এবং প্রযুক্তিগত সাহায্য করবেন।[Sec.7]

প্র: রাজ্য সরকার কি কি করবেন :

- রাজ্য সরকার ৬ বছর থেকে ১৪ বছর বয়সী প্রতিটি শিশুর বিদ্যালয়ে ভর্তি, নিয়মিত বিদ্যালয়ে উপস্থিতি এবং প্রতিটি শিশুর প্রারম্ভিক শিক্ষা সম্পূর্ণ করা নিশ্চিত করবেন।

- ৬ বছরের বেশী বয়সি শিশুদের তাদের বয়স অনুযায়ী নির্দিষ্ট শ্রেণীতে ভর্তির উপযুক্ত করে তোলার জন্য যে বিশেষ প্রশিক্ষণের কথা এই আইনে বলা হয়েছে রাজ্য সরকার প্রয়োজন অনুযায়ী সেই প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করবেন।
- রাজ্য সরকার প্রতিটি এলাকায় (neighbourhood) আইন নির্দিষ্ট দূরত্বের মধ্যে বিদ্যালয়ের ব্যবস্থা করবেন এবং এই আইন অনুযায়ী প্রতিটি বিদ্যালয়ে প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো, শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং পড়াশুনার জিনিসের ব্যবস্থা করবেন।
- রাজ্য সরকার শিক্ষক/শিক্ষিকাদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করবেন।
- দূর্বলতর শ্রেণী এবং পিছিয়ে পড়া শ্রেণী থেকে আসা শিশুরা যাতে তাদের বিদ্যালয়ে কোনোভাবেই বৈষম্য, আলাদা ব্যবহার বা দূর্ব্যবহারের শিকার না হয় সেটা রাজ্য সরকার নিশ্চিত করবেন।

প্র: স্থানীয় সরকার (পৌরসভা এবং গ্রাম পঞ্চায়েত) [Sec. 2(H)] **কি কি করবে :**

- এই আইন চালু হওয়ার তিন বছরের মধ্যে রাজ্য সরকার বা স্থানীয় সরকার প্রত্যেকটি জনবসতির এক কিমি-র মধ্যে একটি করে প্রাথমিক বিদ্যালয় (যদি না থাকে) এবং তিন কিমি-র মধ্যে একটি করে উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয় (যদি না থাকে) স্থাপন করবেন।
- স্থানীয় সরকার তার এলাকার ৬ বছর থেকে ১৪ বছর বয়সি প্রতিটি শিশুর বিদ্যালয়ে ভর্তি, নিয়মিত বিদ্যালয়ে উপস্থিতি এবং প্রতিটি শিশুর প্রারম্ভিক শিক্ষা সম্পূর্ণ করা নিশ্চিত করবেন।
- ৬ বছরের বেশী বয়সি শিশুদের তাদের বয়স অনুযায়ী নির্দিষ্ট শ্রেণীতে ভর্তির উপযুক্ত করে তোলার জন্য যে বিশেষ প্রশিক্ষণের কথা এই আইনে বলা হয়েছে স্থানীয় সরকার প্রয়োজন অনুযায়ী সেই প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করবেন।

- স্থানীয় সরকার প্রতিটি এলাকায় (neighbourhood) আইন নির্দিষ্ট দূরত্বের মধ্যে বিদ্যালয়ের ব্যবস্থা করবে এবং এই আইন অনুযায়ী প্রতিটি বিদ্যালয়ে প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো, শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং পড়াশুনার জিনিসের ব্যবস্থা করবেন।
- স্থানীয় সরকার শিক্ষক/শিক্ষিকাদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করবেন।
- স্থানীয় সরকার তার অঞ্চলের প্রতিটি ৬-১৪ বছর বয়সি শিশুর তথ্য নিয়মিতভাবে রাখার ব্যবস্থা করবেন।
- স্থানীয় সরকার তার এলাকায় অন্য জায়গা থেকে কাজের খোঁজে আসা পরিবারগুলির প্রতিটি শিশুর বিদ্যালয়ে ভর্তি নিশ্চিত করবেন।
- স্থানীয় সরকার তার এলাকায় চলা প্রতিটি বিদ্যালয়ের কাজকর্মের নিয়মিত তদারকি করবেন। [Sec.9]

প্র: এই আইন বলবৎ হওয়ার পর থেকে সরকার দ্বারা স্থাপিত ও পরিচালিত বিদ্যালয় ছাড়া যেকোনো বিদ্যালয় চালাতে হলে সরকারের কাছ থেকে অনুমোদন নিতে হবে। এই অনুমোদন কিভাবে পাওয়া যাবে?

রাজ্য সরকার এই আইনের অধীনে যে রুল তৈরী করবে সেই রুল অনুযায়ী দরখাস্ত করে এই অনুমোদন (Certificate of Recognition) নিতে হবে। এই আইনের শিডিউলে প্রতিটি বিদ্যালয়ে যে ন্যূনতম পরিকাঠামোগত ব্যবস্থা থাকার কথা বলা হয়েছে সেই ব্যবস্থাগুলির সমস্ত যদি কোনো বিদ্যালয়ে না থাকে তবে সেই বিদ্যালয়কে অনুমোদন দেওয়া হবে না।[Sec.19]

এই আইন বলবৎ হওয়ার আগে যে বিদ্যালয়গুলি স্থাপিত হয়েছে সেই বিদ্যালয়গুলির কোনোটিতে যদি এই আইনের শিডিউলে নির্দেশিত ন্যূনতম পরিকাঠামো ব্যবস্থার কোনোটি না থাকে তবে ঐ বিদ্যালয় আগামী তিন বছরের মধ্যে নিজ ব্যয়ে এই আইনের শিডিউলে নির্দেশিত ন্যূনতম

পরিকাঠামো ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করবে এই শর্তে ঐ বিদ্যালয়কে অনুমোদন দেওয়া হবে। [Sec. 19]

সরকার দ্বারা স্থাপিত এবং পরিচালিত বিদ্যালয়গুলিতেও এই আইনের শিডিউলে নির্দেশিত ন্যূনতম পরিকাঠামোগত ব্যবস্থা থাকতে হবে। ঐ ধরনের বিদ্যালয়গুলি, যেগুলি এই আইন চালু হওয়ার আগে স্থাপিত হয়েছে, তাদের কোনোটিতে যদি ঐ ন্যূনতম পরিকাঠামো ব্যবস্থা না থাকে তবে সেক্ষেত্রেও সরকার এই আইন চালু হওয়ার তিন বছরের মধ্যে ঐসব বিদ্যালয়ে এই আইনের শিডিউল অনুযায়ী ন্যূনতম পরিকাঠামো নিশ্চিত করতে বাধ্য থাকবে। [Sec.8(g)]

প্র: সরকার কখন এই অনুমোদন তুলে নিতে পারে?

যে যে শর্তে বিদ্যালয়কে চালানোর জন্য অনুমোদন দেওয়া হবে সেই শর্তগুলি কোনোটি পালিত না হলে যে কোনো সময়ে অনুমোদন তুলে নেওয়া যেতে পারে। অনুমোদন তুলে নিলে সরকার সেই সঙ্গে ঐ বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের প্রতিবেশী এলাকার কোন বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে তাদের পড়াশুনা চালিয়ে যাবে সেটাও ঠিক করে দেবে।
এভাবে অনুমোদন তুলে নেওয়ার আগে অবশ্যই বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের বক্তব্য শোনা হবে। [Sec.19]

প্র: অনুমোদন ছাড়া বিদ্যালয় চালালে কি হবে?

কোনো ব্যক্তি যদি এই অনুমোদন ছাড়া (certificate of recognition) বা অনুমোদন তুলে নেওয়ার পর কোনো বিদ্যালয় স্থাপন করেন বা চালান তবে তার এক লক্ষ টাকা পর্যন্ত জরিমানা হতে পারে। তার পরেও বিদ্যালয়টি চালাতে থাকলে প্রতিদিন বিদ্যালয় চালানোর জন্য দশ হাজার টাকা করে জরিমানা হতে থাকবে। [Sec.19]

প্র: সরকারি বিদ্যালয়ের মত বেসরকারি বিদ্যালয়কেও কি বিদ্যালয় সম্বন্ধীয় সমস্ত তথ্য সরকারের কাছে সরবরাহ করতে হবে?

এই আইন অনুযায়ী সরকারি, সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত, বেসরকারি প্রভৃতি সমস্ত ধরনের প্রারম্ভিক শিক্ষা দানকারি বিদ্যালয়কে তাদের বিদ্যালয় সম্বন্ধীয় সমস্ত তথ্য প্রয়োজনমত রাজ্য সরকার বা স্থানীয় সরকারকে [Sec. 2(H)] সরবরাহ করতে হবে। [Sec. 12(3)]

সারা দেশেই ১৯৯৫ সাল থেকে District Information System on Education (DISE) নামে শিক্ষা সম্বন্ধীয় তথ্য সংগ্রহ এবং নিবন্ধিকরণের পদ্ধতি চালু আছে। এটি একটি কম্প্যুটারের মাধ্যমে তথ্য নিবন্ধিকরণের পদ্ধতি। দেশের সমস্ত বিদ্যালয়কে প্রতি বছর একটি নির্দিষ্ট ফরম্যাটে জেলার শিক্ষা দপ্তরের কাছে প্রতি বছর বিদ্যালয় সম্বন্ধীয় তথ্য জমা করতে হয়। এই তথ্য কম্প্যুটারের মাধ্যমে নিবন্ধিকৃত হয়ে থাকে এবং যেকোনো সময় যে কেউ এই তথ্য পেতে পারেন। এই তথ্যের মাধ্যমে গ্রামভিত্তিক, জেলা ভিত্তিক এবং বিদ্যালয় ভিত্তিক ভাবে বুনিয়াদি শিক্ষার অবস্থা জানা সম্ভব।

এই আইনের ফলে এখন থেকে প্রতিটি বিদ্যালয়কেই বাধ্যতামূলকভাবে DISE ফরম্যাটে ঐ বিদ্যালয় সম্পর্কিত তথ্য সরকারের কাছে জমা করতে হবে।

প্র: এই আইনের কোনো ব্যবস্থা যদি পালিত না হয় বা এই আইনের কোনো ধারা ভঙ্গ হলে বা এই আইন অনুযায়ী কোনো শিশু শিক্ষার অধিকার না পেলে কার কাছে কিভাবে অভিযোগ জানানো যাবে?

শিশুদের অধিকার রক্ষার জাতীয় কমিশন এবং রাজ্য কমিশনের কাছে লিখিত অভিযোগ জানাতে হবে। যদি এখনো রাজ্য কমিশন চালু না হয়ে থাকে তবে

রাজ্য সরকার এইসব অভিযোগের তদন্তের জন্য জেলাতে এবং রাজ্যে আলাদা করে বিভাগ তৈরী করবে বা কর্তৃপক্ষ (Authority) নিয়োগ করবে।

এই আইনের প্রয়োগ সম্পর্কে কোনো অভিযোগ থাকলে তা লিখিতভাবে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কাছে দিতে হবে।

স্থানীয় কর্তৃপক্ষ তদন্ত করে তিন মাসের মধ্যে তার সিদ্ধান্ত জানাবে।

যদি কোনো ব্যক্তি স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট না হন তবে তিনি রাজ্য শিশু সুরক্ষা কমিশনের কাছে আবেদন করতে পারেন। যদি রাজ্যে শিশু সুরক্ষা কমিশন না থাকে তবে রাজ্য সরকার দ্বারা নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগ জানাতে হবে। [Sec. 31 & 32]

প্র: এই আইন লঙ্ঘিত হলে আদালতে মামলা করা যাবে কি?

যেহেতু বিনাব্যয়ে বাধ্যতামূলক প্রারম্ভিক শিক্ষা ৬-১৪ বছর বয়সি যেকোনো শিশুর মৌলিক অধিকার তাই এই আইনের প্রয়োগ না হলে বা অপপ্রয়োগ হলে হাইকোর্ট বা সুপ্রীমকোর্টে সরাসরি জনস্বার্থ মামলা করা যাবে।

এই আইনের শিডিউল (সেকসন ১৯ এবং ২৫ দ্বারা নির্দিষ্ট) অনুযায়ী প্রতিটি প্রাথমিক এবং উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য আবশ্যিক ন্যূনতম ব্যবস্থাবিধি।

প্রঃ প্রথম শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষক-শিক্ষিকার সংখ্যা কি হবে?

- ৬০ জন পর্যন্ত ছাত্র-ছাত্রীর জন্য ২ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা।
- ৬১ থেকে ৯০ জন পর্যন্ত ছাত্র-ছাত্রীর জন্য ৩ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা।
- ৯১ থেকে ১২০ জন পর্যন্ত ছাত্র-ছাত্রীর জন্য ৪ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা।
- ১২১ থেকে ১৫০ জন পর্যন্ত ছাত্র-ছাত্রীর জন্য ৫ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা।
- ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ১৫০ জনের বেশী হলে ৫ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা ছাড়াও একজন প্রধান শিক্ষক বা শিক্ষিকা থাকবেন।
- ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ২০০ জনের বেশী হলে প্রধান শিক্ষক/শিক্ষিকা ছাড়াও প্রতি ৪০ জন ছাত্র-ছাত্রী পিছু একজন করে শিক্ষক বা শিক্ষিকা থাকবেন।

প্রঃ ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষক-শিক্ষিকার সংখ্যা কি হবে?

- প্রতি শ্রেণীর জন্য একজন করে শিক্ষক বা শিক্ষিকা থাকতে হবে যাতে করে গণিত-বিজ্ঞান, ভাষা এবং সমাজপাঠ (ইতিহাস-ভূগোল), প্রতিটি বিষয়ের জন্য একজন করে শিক্ষক বা শিক্ষিকা থাকেন।
- প্রতি ৩৫ জন ছাত্র-ছাত্রী পিছু একজন করে শিক্ষক থাকবেন।
- বিদ্যালয়ে ১০০ জনের বেশী ছাত্র-ছাত্রী থাকলে—
  - একজন পূর্ণ সময়ের প্রধান শিক্ষক বা শিক্ষিকা থাকবেন,
  - নিম্নলিখিত বিষয়গুলির জন্য আংশিক সময়ের শিক্ষক/শিক্ষিকা থাকবেন,
    - শিল্পকলা শিক্ষা
    - স্বাস্থ্য এবং শারীরশিক্ষা
    - কর্মশিক্ষা

প্রঃ বিদ্যালয় ভবন (স্কুলবাড়ি) কেমন হবে?

- সমস্ত আবহাওয়ার সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারে এমন পাকা বাড়ি।
- প্রতিটি শিক্ষক বা শিক্ষিকার জন্য অন্ততঃ একটি করে শ্রেণীকক্ষ।
- প্রধান শিক্ষক বা শিক্ষিকার জন্য একটি ঘর, এই ঘরটি অফিস এবং স্টোররুম হিসাবেও ব্যবহার করা হবে।
- বিদ্যালয়ে প্রবেশ বাধাহীন হবে যাতে করে শারীরিকভাবে প্রতিবন্ধী ছাত্র-ছাত্রীরাও অনায়াসে বিদ্যালয়ে আসতে পারে।
- ছেলে এবং মেয়েদের জন্য আলাদা শৌচাগার।
- বিদ্যালয়ে সুরক্ষিত এবং যথেষ্ট পরিমাণ পানীয় জলের ব্যবস্থা সমস্ত শিশুর জন্য থাকতে হবে।
- প্রতিটি বিদ্যালয়ে আলাদা 'মিড-ডে-মিল' রান্নার জন্য রান্নাঘর থাকতে হবে।
- বিদ্যালয়ে খেলার মাঠ থাকতে হবে।
- বিদ্যালয় ভবন পাঁচিল বা বেড়া দিয়ে ঘিরে দিতে হবে।

প্রঃ বছরে অন্ততঃ কতদিন এবং কত ঘণ্টা বিদ্যালয়ে পড়াশুনা হবে?

- প্রথম শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণীর জন্য বছরে ২০০ দিন বিদ্যালয় চলবে।
- ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণীর জন্য বছরে ২২০ দিন বিদ্যালয় চলবে।
- প্রথম শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত বিদ্যালয়ে বছরে অন্ততঃ ৮০০ ঘণ্টা পড়াশুনা হতে হবে।
- ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত বিদ্যালয়ে বছরে অন্ততঃ ১০০০ ঘণ্টা পড়াশুনা হতে হবে।
- প্রতিটি শিক্ষক বা শিক্ষিকাকে সপ্তাহে অন্ততঃ ৪৫ ঘণ্টা বিদ্যালয়ে পঠন-পাঠন এবং তার প্রস্তুতি মূলক কাজে ব্যয় করতে হবে।

প্রতি বিদ্যালয়ে একটি করে পাঠাগার (Library) থাকতে হবে যেখানে খবরের কাগজ, পত্র-পত্রিকা, গল্পের বই এবং অন্যান্য বই থাকবে এবং বিদ্যালয়ের প্রতি শ্রেণীতে খেলার সরঞ্জাম দেওয়া হবে।

তথ্যসূত্র :

- The Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 (As notified in The Gazette of India on 27th August, 2009).
- Model Rule under the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009.
- Frequently Asked Questions on Right to Education Published by Unicef and Bharat Gyan Bigyan Samiti.
- বিনা ব্যয়ে বাধ্যতামূলক শিক্ষার অধিকার আইন, ২০০৯ সম্পর্কিত প্রশ্নাবলী—প্রকাশ করেছেন সর্বশিক্ষা অভিযান, পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা সংসদ এবং ইউনিসেফ
- Under Standing Right To Education (RTE) : Some questions and Answers - India Current Affairs (A Leading Source of Online Information on India) http://indiacurrentaffairs.org/understanding-right-to-educationrte-some-questions-and-answers

এই সহায়ক পুস্তিকাটি তৈরী করতে টেকনিক্যাল সহায়তা দিয়েছেন :
সোসাইটি ফর পিপলস অ্যাওয়ারনেস (SPAN)

আপনার অভিমত

নাম _____

পেশা _____

ঠিকানা _____

_____

ফোন নাম্বার _____

অনুগ্রহ করে সহায়ক পুস্তিকা সম্বন্ধে আপনার অভিমত নিচে লিখুন

আপনার অভিমত নিচের ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন :
কলকাতা কনসাল্ট্যান্টস (ইউনিট অফ কম্যুনিটি অ্যাকশন সোসাইটি),
ই ডি-১৩০, রাজডাঙ্গা মেন রোড, কলকাতা - ৭০০১০৭

আরো জানতে বা আপনার মতামত জানাতে যোগাযোগ করুন :

সর্বশিক্ষা অভিযান
সবার শিক্ষা, সবার উন্নতি

সর্বশিক্ষা মিশন, কলকাতা
শিক্ষা ভবন, ২৭এ, বোসপুকুর রোড (কসবা), কলকাতা - ৭০০০৪২ (তৃতীয় তল)
ফোন : ০৩৩-২৪৪১৭১৩৬/৩৭, ইমেল :ssmkol_dpo@sify.com
ওয়েবসাইট :http://www.ssmkolkata.tripod.com

কলকাতা কনসাল্ট্যান্টস (ইউনিট অফ কম্যুনিটি অ্যাকশন সোসাইটি)
ইডি-১৩০, রাজডাঙ্গা মেন রোড, কলকাতা - ৭০০১০৭
ফোন : ০৩৩-২৪৪১৬৪৫৩, ইমেল : kolkatakonsultants@gmail.com
ওয়েবসাইট : http://www.kolkatakonsultants.org